দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ...6... কলাম ...8...

পুনরায় শিক্ষক লাঞ্ছনা : বিস্মিত চাহনি শিক্ষার্থীর

রিফাত ফাতিমা

ছাত্রলীগের লোকজনের হাতে প্রহারের শিকার হলেন লালমনিরহাটের হরিদেব গ্রামের দয়েজ উদ্দিন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন রায়। ২৬ বছর শিক্ষকতা করার পর ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের পছন্দের চাকরি প্রত্যাশীকে নিয়োগ না দেওয়ায় এমনভাবে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হলেন তিনি। শুধু তাই নয়, মনোরঞ্জনকে রক্ষা করতে গিয়ে তার কয়েকজন ছাত্রও পিটুনি খেয়েছেন।

২৫ জানুয়ারি একটি দৈনিকে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, ক্রন্দনরত শিক্ষক মনোরঞ্জনের দিকে বিহবল চোখে তাকিয়ে রয়েছে তার ছাত্ররা। মনোরঞ্জন চোখ মুছছেন অপরিমেয় অপমান আর অসহায়ত্ব নিয়ে, তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে বিস্মিত অবাক চাহনি এক শিক্ষার্থীর। চারপাশে ঘিরে থাকা অন্য ছাত্ররা ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত মুখে তাকিয়ে আছে তাদের পিতৃসম শিক্ষকের দিকে, তারা তো এর আগে তাদের শিক্ষককে এমন কাঁদতে দেখেনি। এ ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদে স্কুলের ৩০০ শিক্ষার্থী তাদের ক্লাস বর্জন করে বিক্ষোভ করেছে এবং দোষীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

ক্ষমতাসীনদের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনা এই প্রথম নয়, পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে গত ১৩ মে, ২০১৬ নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামলকান্তি ভক্তকে কথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগে কান ধরে উঠ-বস করানো হয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে দেশব্যাপী প্রতিবাদ হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গঠিত তদন্ত কমিটি ধর্ম অবমাননার 'সত্যতা' পায়নি।

লালমনিরহাটের শিক্ষক প্রহৃত হবার ঘটনা আমাদের আবার মনে করিয়ে দিল সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সেই চিরন্তন মতবাদ, বড়দের দেখে ছোটরা শেখে। একটা দেশের গঠনে, জাতির গঠনে একজন শিক্ষকের ভূমিকা কতদূর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সততা, ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা তো শৈশবেই স্কুলে শিশুদের শেখানো হয়, যখন তাদের মনটা থাকে কোমল, কাদামাটির মতো। তাদের মনের দরজা থাকে উন্মুক্ত, প্রতিনিয়ত পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের জন্য যা তৈরি হয়ে থাকে।

শিশুতো কেবল অনুকরণই করে না, একই সঙ্গে তার সুকুমার বৃত্তি তো চারপাশের পরিবেশ, প্রতিবেশ থেকে, সংস্কৃতি থেকে তার আহরিত জ্ঞানের জীবন্ত উদাহরণ দেখতে চায়। তাকে যা শেখানো হচ্ছে সেটা তার কাছের মানুষের মধ্যে এবং বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে দেখতে না পেলে শিশু কনফিউজড হয়ে যায়। আর এই কনফিউজড় শিশুরা এক ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়, কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা অনুচিত তা নিয়ে। ফলে তার মধ্যে মানসিক দৃঢ়তার অনুপস্থিতি দেখা দেয়, ভবিষ্যতে যা তাদের জীবনের নানা সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা তৈরি করে। প্রকাশ্যে নিজেদের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষককে

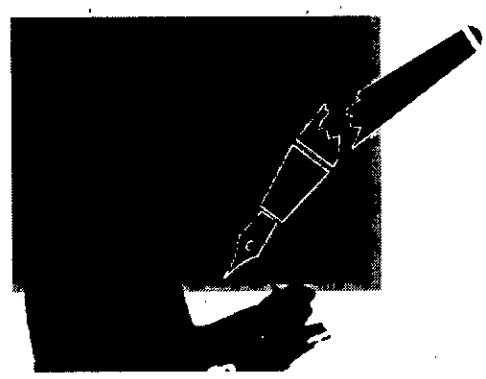

এভাবে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হতে দেখে তার ছাত্ররা ক্রুদ্ধ হয়েছে যেমন, তেমনি এক ধরনের বিপন্নতাবোধও তাদের মননে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে। এ বিপন্নতাবোধের সঙ্গে নানা ধরনের প্রশ্ন তাদের মনে ঘুরপাক খাবে, তাহলো শিক্ষকের ঠাঁই এ সমাজে কোথায়? গুরুজনদের তবে কি চাইলেই পীড়ন করা যায়? আর যদি এ ঘটনার উপযুক্ত বিচার না হয় তবে শিক্ষার্থীদের মনে হবে, অন্যায় করলে ক্ষতি নেই, দুদিন পরে সব শান্ত হয়ে যায়। তারাও ভবিষ্যতে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে ও অন্যায্য সুযোগ গ্রহণে উদ্দীপ্ত হবে।

এবার আসি শিক্ষক মনোরঞ্জনকে লাঞ্ছিতকারীদের প্রসঙ্গে। তারা নিশ্চয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, পেশিশক্তি ও ক্ষমতার বেহায়া ব্যবহারে ক্ষমতাসীনদের কাছে বাহবা পাবার নিশ্চয়তা সমাজ তাদের দিয়েছে। দানবীয় পেশিশক্তি নিয়ে এজন্যই তারা একজন শিক্ষকের উপর চড়াও হতে সাহস পায়। এটা এককভাবে কারো দোষ নয়, এটা বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'কাউকে মাথা তুলতে দেব না', 'এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা' - এমন মনোভাবের একটা উদাহরণই কেবল।

মানুষের ভেতর ভালো গুণাবলীর বিকাশ তখনি সম্ভব হয় যখন একটা সমাজ নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাত্ত্বিক ও ইংরেজি ভাষার নামজাদা প্রবন্ধকার ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, 'রাষ্ট্র ও সুশাসন মানুষের গুণের চারাগাছকে লালন করতে পারে কিন্তু মূল বীজের তেমন কোনো পরিবর্তন করতে পারে না। আর মানুষের স্বভাব হয় ভেষজ গাছের মতো। অযত্নে তা আগাছায় রূপ নেয়, সময় থাকতে একটার গোড়ায় পানি দিতে হয়, আর উপড়ে ফেলতে হয় অন্যটাকে।' সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনাদের ছাত্র সংগঠনটির আগাছা ছাটুন, কারণ বেশির ভাগ সময়ে দেখা যায় এরা নিজেদের সামান্য লাভের জন্য আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ মাথায় রাখে না। আর প্রায়ই দেখা যায় যে-স্বার্থ তারা নিজেদের জন্য উদ্ধার করে তার আকার হয় তাদের নিজেদের মাপে, কিন্তু যে-অনর্থ তারা সৃষ্টি করে তার আকার হয় সরকারের মাপে।

সরকার নিশ্চয় চায় না তার কর্মীদের স্বার্থবুদ্ধির কদাকার ফাঁদে আটকা পড়ে জনবিচ্ছিন্ন হতে। একজন শিক্ষক যখন লাঞ্ছিত হন, তখন সারাদেশের মানুষই লাঞ্ছিত হয়। এ অপমান দেশের সকল বিদ্যাপীঠের অপমান, সকল শিক্ষকের অপমান। এমনকি দেশের উন্নয়নেরও অপমান। কারণ একটা দেশের উন্নয়ন আসে শিক্ষার হাত ধরেই।

শিক্ষক মনোরঞ্জন, আমরা ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।

● লেখক : সাবেক নিউজ এডিটর,
এসবিডিটোয়েন্টিফোর.কম

ভ্রম সংশোধন

গতকাল প্রকাশিত মতামত পাতায় ড. এজাজ মামুনের লেখার শেষ কলামের ১১ লাইনে কৃষি তথ্য সার্ভিস-এর পরিবর্তে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ছাপা হয়েছে। অনভিপ্রেত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত—বি.স